দিল্লি ও বাংলায় আফগান শাসন

ইউনিট ২

ভূমিকা

বাংলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে শেরশাহের রাজসিক উত্থান বস্তুত এ অঞ্চলের ইতিহাস নতুনভাবে লিখতে বাধ্য করেছিল। মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে সিংহাসন চ্যুত করে উত্তর ভারত ও বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। তখন আফগানদের মধ্যে দুটি গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। তার একটি শূর আফগান আর অন্যটি কররানি আফগান। শেরশাহ শূর আফগান গোত্রভুক্ত ছিলেন। বিহার ও বাংলায় পরাজিত মোগল সম্রাট হুমায়ুন শেষ পর্যন্ত তার কাছেই আগ্রার সিংহাসন হারিয়েছিলেন। হুমায়ুনের দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার পর্যন্ত শেরশাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ভারতবর্ষে তাঁদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। এদিকে শেরশাহের ছেলে ইসলাম শাহের রাজত্ব পর্যন্ত বাংলা দিল্লির শাসনাধীনে ছিল। বাংলার অন্যান্য শাসনকর্তা ও কররাণী আফগানগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। দাউদ খান কররাণীকে পরাজিত করে সম্রাট আকবর বাংলার অধিকার নিয়েছিলেন। এ ইউনিটের সংশ্লিষ্ট পাঠে শেরশাহের উত্থান, তাঁর রাজ্য বিজয় ও কৃতিত্ব, বাংলায় শূর আফগান এবং কররাণী আফগান শাসনের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-২.১ শেরশাহের উত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ফরিদ তথা শেরখানের বাল্যজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শেরশাহের দিল্লির সিংহাসন লাভের পটভূমির বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ফরিদ, সাসারাম, চৌসার যুদ্ধ

শেরশাহের বাল্যজীবন

পানিপথের যুদ্ধে সম্রাট বাবর আফগান শক্তিকে পরাজিত করলেও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে যাঁর নেতৃত্বে আফগানরা নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তিনি হচ্ছেন শেরশাহ। বাল্যকালে তার নাম ফরিদ। তাঁর পিতা হাসান খান শূর বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গীরদার ছিলেন। শেরশাহের জন্ম ১৪৭২ খ্রিস্টাব্দে। সম্রাট বাবর ও তার ছেলে হুমায়ুনের মত শেরশাহও ভাগ্য বিড়ম্বিত ছিলেন। তিনি বিমাতার ষড়যন্ত্রে একাধিকবার সাসারামের জায়গীর হারিয়েছিলেন। তবে নিজ সক্ষমতা, প্রতিভা ও নিষ্ঠায় তিনি একদিন জায়গীরদার থেকে দিল্লির সম্রাট হয়েছিলেন। তিনি বিহারের শাসনকর্তা বাহারাম খানের অধীনে কর্মরত থাকাকালীন নিজগুণে তাঁর আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। এ সময় একটি বাঘ হত্যা করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিলে ফরিদ 'শের খান' উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তীকালে চৌসার যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে 'শেরশাহ' উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন তিনি ।

শেরশাহ

ক্ষমতা অর্জনের পটভূমি

অন্য ভাইদের চেয়ে যোদ্ধা কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে এগিয়ে ছিলেন ফরিদ তথা শেরখান। তার বাবা হাসান খান শূরের জীবদ্দশাতে তিনি সাসারামের জায়গীর লাভ করেন। তাঁর একুশ বছরের শাসনামলে সাসারামের অনেক উন্নতি হতে দেখা যায়। এতে তাঁর ঈর্ষান্বিত বিমাতা ষড়যন্ত্রে এক পর্যায়ে এসে সাসারাম ত্যাগে বাধ্য হন ফরিদ। কিন্তু কিছুদিন ব্যবধানে তার বাবা হাসান খানের মৃত্যু হলে পুনরায় জায়গীর লাভ করেন ফরিদ। এবার বৈমাত্রেয় ভাই সুলায়মান নতুন করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফরিদ আবার সাসারাম ত্যাগ করে বিহারের শাসনকর্তা বাহার খানের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে শেরখান বিহার ত্যাগ করে আগ্রায় চলে যান। সেখানে মোগল সম্রাট বাবরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে বাবরের বিহার যাত্রাকালে শেরখান তাঁকে সহযোগিতা দেন এবং বাবরের সাহায্যে সাসারামের জায়গীর পুনরুদ্ধার করেন। ইতোমধ্যে বিহারের শাসনকর্তা বাহার খান মৃত্যুবরণ করেন এবং শেরখান তাঁর শিশু পুত্র জামাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং উপ শাসনকর্তা হিসেবে বিহার শাসন করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে শেরখান চুনার অধিপতি তাজখানের বিধবা স্ত্রী মালেকা জাহানকে বিয়ে করে চুনার দুর্গের কর্তৃত্ব লাভ করেন।

জামাল খান তাঁর অভিভাবক শেরখানের ক্ষমতা বিস্তৃতিতে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তাই তিনি শেরখানের কর্তৃত্ব বিলোপের জন্য বাংলার শাসনকর্তা সুলতান মাহমুদ শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুরজগড়ের যুদ্ধে শেরখান উভয়ের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে বিহারের আধিপত্য লাভ করেন। অতঃপর তিনি বাংলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। কিন্তু বাংলার শাসনকর্তা মাহমুদ শাহ শেরখানের সাথে অর্থের বিনিময়ে মিত্রতা স্থাপন করেন। অবশ্য পরের বছর অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে শেরখান বাংলা আক্রমণ করে গৌড় অবরোধ ও অধিকার করেন।

ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে শেরখানের ক্রমাগত ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এতে দিল্লির মোগল সম্রাট হুমায়ুন অত্যধিক শংকিত হয়ে পড়েন। তাই তিনি গুজরাটে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান প্রত্যাহার করেন। পরে শেরখানকে দমন করার উদ্দেশ্যে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন তিনি। বাংলার পরিবর্তে চুনার দুর্গ আক্রমণ করে দখল করেছিলেন হুমায়ুন। এরপর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন বাংলার রাজধানী গৌড়ও নিজের দখলে নিয়েছিলেন।

শেরখান ছিলেন দূরদর্শী যোদ্ধা। তাই তিনি হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অকারণে কোনো সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন নি। বরং হুমায়ুন যখন গৌড় দখল করে সেখানে অবস্থান করছিলেন তখন শেরখান পিছু হটেছিলেন। তবে এ সময় তিনি বিহার ও জৌনপুরের মোগল অধিকৃত অঞ্চল দখল করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি দিল্লির সাথে বাংলার যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। এতে হুমায়ুন আতংকিত হয়ে পড়েন এবং আগ্রার দিকে যাত্রা করেন। কুশলী যোদ্ধা শেরখান বক্সারের কাছে চৌসা নামক স্থানে সম্রাট হুমায়ুনের গতিরোধ করেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের এ যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হন এবং তিনি অতি কষ্টে আগ্রা ফিরে যান।

শেরখান বাংলা, বিহার, জৌনপুরের একচ্ছত্র অধিপতি হন এবং 'শেরশাহ' উপাধি ধারণ করেন। হুমায়ুন চৌসার যুদ্ধের গ্লানি ও ব্যর্থতা সহ্য করতে না পেরে পুনরায় কনৌজের পথে অগ্রসর হন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের অদূরে বিলগ্রামে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। শেরশাহ কনৌজ, দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন। এভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে দিল্লির সিংহাসনে শেরশাহের অভ্যুত্থান ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শেরশাহের উত্থানের উপর একটি নিবন্ধ লেখার চেষ্টা করবেন।

সারাংশ

সামান্য একজন জায়গীরদার থেকে শেরশাহ দিল্লির সম্রাট হন। তিনি নিজ প্রতিভা ও সমর কৌশল ব্যবহার করে হুমায়ুনের পরাজয় ঘটান। তিনি প্রথমে বিহার, পরবর্তী কালে বাংলা এবং সবশেষে উত্তর ভারতে নিজ আধিপত্য বিস্তার করে এ দেশে শূর আফগান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শেরশাহের পিতার নাম কী?
ক) জামাল খান খ) জালাল খান
গ) হাসান খান সুর ঘ) সোলায়মান খান সুর

২। শেরশাহ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) ১৪৭০ খ) ১৪৭২ গ) ১৪৭৫ ঘ) ১৪৮০

৩। ফরিদ কার বাল্য নাম?
ক) শেরশাহ খ) হাসান খান সুর
গ) সোলায়মান খান সুর ঘ) বাহার খান

৪। যে মোগল সম্রাটকে শের শাহ যুদ্ধে পরাজিত করেন, তার নাম–
ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৫। কত খ্রিস্টাব্দে বিল গ্রামের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক) ১৫৩৭ খ) ১৫৩৮ গ) ১৫৩৯ ঘ) ১৫৪০

সৃজনশীল প্রশ্ন

মুরাদের পিতা ছিলেন জমিদার। পিতার জীবতকালেই তিনি জমিদারীর দায়িত্ব পান; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর বিমাতা ও আপনজনদের ষড়যন্ত্রে একাধিকবার পিতৃ জমিদারী থেকে বিতাড়িত হন। পরবর্তীকালে নিজ প্রতিভা দুরদর্শিতা ও সাহসিকতার গুণে ক্ষমতাশীনদের পরাজিত করে সামান্য একজন জমিদার থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ক. শেরখান কার উপাধী? ১
খ. চৌসার যুদ্ধে হুমায়নের পরাজয়ের কারণ কী? ২
গ. উদ্দীপকের মুরাদের সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোন সুর আফগান শাসকের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের দিল্লির সম্রাট হওয়ার পটভূমি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-২.২ শেরশাহের রাজ্য বিস্তার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শেরশাহের পাঞ্জাব, সিন্ধু, মুলতান জয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শেরশাহের বাংলা বিজয়ের বিবরণ দিতে পারবেন।
- শেরশাহ কর্তৃক রাজপুতনার বিভিন্ন রাজ্য জয়ের বর্ণনা করতে পারবেন।
- কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	বিলগ্রাম, আগ্রা, কালিঞ্জর, রাজপুতনা, গোয়ালিয়র

চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে শেরশাহ মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। ফলে তিনি দিল্লি, আগ্রার একচ্ছত্র অধিপতি হন। ভারতবর্ষ থেকে মোগলদের বিতাড়িত করে তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। হুমায়ুনের ভাই কামরান ইতোমধ্যে পাঞ্জাব ছেড়ে দিয়ে শেরশাহের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পাঞ্জাব বিজয়ের পর শেরশাহ ঝিলাম ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী গাক্কার অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি সিন্ধু, মুলতান প্রভৃতি অঞ্চলও জয় করেন।

১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ বাংলা আক্রমণ করে বাংলার সুলতান খিজির খানকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। বাংলায় যাতে বিদ্রোহ সংঘটিত হতে না পারে সে জন্য তিনি বাংলাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করে প্রত্যেকটির শাসনভার একজন আমিনের উপর ন্যস্ত করেন। পশ্চিম ভারতে রাজপুত শক্তি খানুয়ার পরাজয়ের পর নতুন করে শক্তি লাভ করতে থাকে। শেরশাহ রাজপুতদেরকে দমন করার কাজে হাত দেন। তিনি ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে মালব জয় করে গোয়ালিওর দুর্গ অবরোধ করেন। দীর্ঘ দুই বছর অবরোধের পর দুর্গটি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মালব শেরশাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও মালবের রাইসিন দুর্গাধিপতি পুরনমল তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন নি। ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ পুরনমলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। পুরনমল দেশের স্বাধীনতা ও সর্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য বিশাল রাজপুত বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন কিন্তু যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। শেরশাহ উজ্জয়িনী ও রণথম্ভোরও জয় করেন।

রাজপুতদের মধ্যে যোধপুরের মাড়ওয়াড়ের অধিপতি মালদেব খুব শক্তিশালী ছিলেন। ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে তিনি রাজপুতদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। অবশেষে এ যুদ্ধেও শেরশাহ জয়ী হন। মালদেবের পরাজয়ের ফলে সমগ্র রাজস্থান শেরশাহের বশ্যতা স্বীকার করে। রাজপুতনা জয়ের পর শেরশাহ ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করেন। এই দুর্গের অধিপতি কিরাত সিং তাঁকে এক বছর পর্যন্ত বাধা দেন। এ দুর্গ অবরোধ চলাকালীন বারুদের বিস্ফোরণে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে ২২ মে শেরশাহ মৃত্যুবরণ করেন। বিহারের সাসারামে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

বুন্দেলখণ্ডের কালিগঞ্জ দুর্গ দখল করতে এসে শেরশাহ মারা যান

শিক্ষার্থীর কাজ	শের রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন।

সারাংশ

সম্রাট হুমায়ুনের কাছ থেকে দিল্লি ও আগ্রা অধিকারের পর শেরশাহ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন। তিনি বাংলাকেও তাঁর অধিকারে আনেন। এরপর শেরশাহ রাজপুতনা অধিকার করেন। বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধের সময় তিনি বারুদের বিস্ফোরণে মৃত্যু বরণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শেরশাহ কত খ্রিস্টাব্দে বাংলা আক্রমন করেন?
ক) ১৫৪০ খ) ১৫৪১ গ) ১৫৪২ ঘ) ১৫৪৩

২। শেরশাহ বাংলাকে কয়টি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন?
ক) ১৯ খ) ২০ গ) ২১ ঘ) ২২

৩। কার পরাজয়ের ফলে সমগ্র রাজস্থান শেরশাহের বশ্যতা স্বীকার করে?
ক) পুরনমল খ) মাল দেব
গ) কিরাত সিং ঘ) সংগ্রাম সিংহ

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জসিম কোম্পানিতে একজন সামান্য ক্লার্ক হিসেবে চাকরি নিয়ে স্বীয় প্রতিভা ও দূরদর্শিতার গুণে কোম্পানীর ম্যানেজারকে হার মানিয়ে কোম্পানিতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন।

৪। উদ্দীপকের জসিমের সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোন সুর আফগান শাসকের সাদৃশ্য আছে?

ক) হাসান খান সুর খ) শেরশাহ সুর

গ) সোলায়মান খান সুর ঘ) জামাল খান

৫। উক্ত শাসক যে যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন–

i. বিল গ্রামের যুদ্ধ

ii. সুরুজ গড়ের যুদ্ধ

iii. চৌসার যুদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৩ শেরশাহের কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিজেতা শেরশাহের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাজনীতিক ও শাসক হিসেবে শেরশাহের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সংস্কারক হিসেবে তাঁর কার্যক্রমের বিররণ দিতে পারবেন।
- ব্যবসা বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে শেরশাহ গৃহীত পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিচার ব্যবস্থায় শেরশাহের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	পাট্টা, কবুলিয়ত, রাজস্বনীতি

শেরশাহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি.) বাজত্ব করেন। অথচ এই স্বল্প সময়ের তিনি বিজেতা, শাসক, সংস্কারক হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বিজেতা হিসেবে কৃতিত্ব: শেরশাহ একজন দক্ষ সমরনায়ক ছিলেন। তিনি সামান্য একজন জায়গীদার থেকে নিজ প্রতিভা বলে দিল্লির সম্রাট হয়েছিলেন। মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা, মালব, রাজপুতনা বিজয় তাঁর সামরিক সাফল্যের পরিচয় বহন করে। তিনি সম্রাট হুমায়ুনকে রণকৌশলে পরাস্ত করেছিলেন।

সরকার ও পরগণায় বিভক্তি: শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাচারী ছিল না। তিনি জনগণের সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তিতে ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নিয়েছিলেন। শাসনকাজের সুবিধার্থে তিনি পুরো সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে বিভক্ত করেন। প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগণা নিয়ে গঠিত হতো। প্রতিটি সরকার ও পরগণায় বিভিন্ন ধরণের কর্মচারি নিয়োজিত ছিল। তবে শেরশাহ স্বয়ং শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগ তত্ত্বধায়ন করতেন।

রাজস্ব সংস্কার: রাজস্ব সংস্কার শেরশাহের অন্যতম সফলতা। তার আগে রাজস্ব নির্ধারণের জন্য কোনো ভূমি জরিপের ব্যবস্থা ছিল না। প্রথমবারের মতো শেরশাহই ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি জমির উর্বরা শক্তির তারতম্য অনুসারে রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে শস্য কিংবা নগদ অর্থে রাজস্ব আদায় করা যেত। শেরশাহ প্রথম 'পাট্টা' ও 'কবুলিয়ত' প্রথা চালু করেন। সরকারের পক্ষ থেকে জমির উপর কৃষকের সত্ত্ব স্বীকার করে পাট্টা দেয়া হতো। কৃষকরা

তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও দাবি বর্ণনা করে কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিত। শেরশাহের রাজস্ব নীতি শুধু পরবর্তীকালে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছিল।

মুদ্রা নীতি: ভারতবর্ষের মুদ্রানীতিতে প্রথম উপযুক্ত সংস্কার সাধিত হয় শেরশাহের শাসনকালে। তিনি বিশেষ ধরনের রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি স্বর্ণ মুদ্রারও প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি 'দাম' নামে নতুন তাম্র মুদ্রার বহুল প্রচলন করেন। সিকি, আধুলি, দুয়ানি প্রভৃতি শেরশাহের প্রবর্তিত মুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। শেরশাহের মুদ্রাগুলো উপাদানে নির্ভেজাল, ওজনে নির্ভেজাল ও গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অনন্য ছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি: শেরশাহের শাসনকালে ভারতবর্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপযুক্ত উন্নতি সাধিত হয়। এজন্য তিনি সাম্রাজ্যের নানা স্থানে প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নির্মিত এসব চওড়া রাস্তার মধ্যে 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' অন্যতম। বিখ্যাত এই গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে পাকিস্তানের সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখনকার দিকে যাতায়াত ও পরিবহনে এই পথের গুরুত্ব ছিল অনেক। তিনি এপথে গমনকারী পথচারীদের সুবিধার জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও সরাইখানা স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ডাক ব্যবস্থা: শেরশাহ প্রথম বারের মতো ভারতবর্ষে ডাক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। এ বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিলেন। এর ফলে সহজেই এক স্থান হতে অন্যস্থানে সংবাদ আদান প্রদানের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে সবাই। বিশেষ করে সামরিক নানা সংবাদের পাশাপাশি বেসামরিক তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রেও শেরশাহ প্রবর্তিত এই ডাক ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল।

নতুন সামরিক নিয়ম: শেরশাহ সামরিক বাহিনীকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য তিনি সেনাবহিনীর সদস্যদের নিয়মিত হাজিরার ব্যবস্থা করেন। জায়গীরের পরিবর্তে নগদ টাকায় সৈন্যদের বেতন দেয়ার বন্দোবস্ত করেছিলেন তিনি। এক্ষেত্রে নিয়মিত বেতন পাওয়ায় সৈন্যরা তার প্রতি অনুগত ছিল। পাশাপাশি ঘোড়া চিহ্নিত করার প্রথা ও সৈন্যদের বিবরণমূলক তালিকা রাখারও ব্যবস্থা ছিল তখন। একজন সম্রাট হয়েও শেরশাহ স্বয়ং সেনাবাহিনী তদারকি করতেন। ফলে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা তাকে শক্তিশালী প্রশাসন নিশ্চিতকরণে সহায়তা করেছিল। তাঁর অধীনে ১ লক্ষ অশ্বারোহী, ৫০ হাজার পদাতিক বাহিনী ও পাঁচ হাজার রণহস্তী ছিল।

সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা: একজন ন্যায়বান সম্রাট হিসেবে শেরশাহের আমলে ধনী, দরিদ্র, উঁচু-নিচুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নি। প্রায় প্রত্যেক পরগণাতে কাজী ও মীর আদিল ফৌজদারী মোকদ্দমা এবং মুনসীফ-ই-মুনসিফান দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করতেন। কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান কাজী ফৌজদারী বিচার তদারক করতেন। সম্রাট নিজেও বড় বড় মোকদ্দমার বিচার করতেন। তাঁর ন্যায় বিচারের খ্যাতি তখনকার সময়ে ছিল সর্বজন স্বীকৃত। বিশেষ করে ধর্মীয় নানা আইন কানুনে বেশ পারদর্শী ছিলেন তিনি।

শিল্প-সাহিত্য : একজন কৃতি শাসকের পাশাপাশি শেরশাহ শিল্প সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিল্প, সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কোনোভাবেই ধর্মান্ধ ছিলেন না। বরং সকল ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শেরশাহের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে অনেকে তাঁকে যেকোনো মোগল সম্রাটের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

সাসারামে অবস্থিত শেরশাহের সমাধি

শিক্ষার্থীর কাজ	শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখার চেষ্টা করবে।

সারাংশ

বহু প্রতিভার অধিকারী শেরশাহ সামান্য একজন জায়গীরদার থেকে দিল্লির সম্রাট হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে এবং প্রজা সাধারণের সুবিধার্থে তিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভূমি রাজস্ব ক্ষেত্রে কবুলিয়ত ও

পাট্টা প্রবর্তন এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের মধ্যে অন্যতম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শেরশাহ মোট কত বছর রাজত্ব করেন?
ক) ৪ খ) ৫ গ) ৬ ঘ) ৭

২। শাসন কাজের সুবিধার জন্যে শেরশাহ সমগ্র সাম্রাজ্যকে কতটি সরকারে বিভক্ত করেন?
ক) ৪৫ খ) ৪৬ গ) ৪৭ ঘ) ৪৮

৩। পাট্টা ও কবুলিয়াত প্রথা চালু করেন কে?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) শেরশাহ ঘ) আকবর

৪। শেরশাহের শাসনামলে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করতেন–
ক) কাজী খ) কাজী ও মীর আদিল
গ) মুনসীফ-ই-মুনসিফান ঘ) শিকদার-ই-শিকদারান

৫। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য শেরশাহ–
i. গ্রান্ড ট্র্যাংক রোড নির্মাণ করেন
ii. রাস্তার উভয় পাশে ছায়াদার বৃক্ষ রোপন ও সরাইখানা নির্মাণ করেন
iii. ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৪ বাংলায় শূর-আফগান শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শেরশাহের বাংলা অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলার শাসনকর্তাগণের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- শূর আফগান শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	খিজির খাঁ, সুরজগড়, সোনার গাঁও, 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড'

শেরশাহের শাসন

সম্রাট হুমায়ুন প্রথমে চেয়েছিলেন শেরশাহকে শায়েস্তা করতে। তিনি এজন্য প্রথম দিকে অভিযান চালিয়ে গৌড় দখল করেছিলেন। তবে চৌসার যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনের পরাজয় সব হিসেব পাল্টে দেয়। বলতে গেলে এই যুদ্ধজয় শেরশাহের সিংহাসনে বসার পথ করে দিয়েছিল। যুদ্ধজয়ের পরপর শেরশাহ সবার আগে গৌড় পুনরুদ্ধার করেন। গৌড় থেকেই তিনি হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। এরপর বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়ের পর শেরশাহ গৌড় থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। বলতে গেলে তখন থেকে বাংলা দিল্লির অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়। খিজির খাঁ নামক একজন কর্মকর্তাকে বাংলা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

এদিকে ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে খিজির খাঁ বাংলার ভূতপূর্ব সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে বিয়ে করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে শেরশাহ বাংলা অভিযান করে খিজির খাঁকে বন্দি করেন। তিনি খিজির খাঁ'র স্থলে কাজী ফজীলতকে গৌড়ের

শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পাশাপাশি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ বন্ধের জন্য শেরশাহ বাংলাকে কয়েকটি পরগণা ও সরকারে বিভক্ত করেছিলেন। তিনি ভারতের নানা স্থানের মতো বাংলাতেও যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিত করতে রাস্তা নির্মাণ করেন।

শেরশাহ পরবর্তীকাল

কুশলী সমরনায়ক ও সুশাসন শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ইসলাম শাহ (১৫৪৫-৫৩ খ্রি.) দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনামলে সুলেমান খান নামে একজন ধর্মান্তরিত রাজপুত বাংলা অধিকারের চেষ্টা করলে তাঁকে দমন করা হয়। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ফিরোজ শাহ স্বল্পকাল রাজত্ব করেন। তারপর ইসলাম শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ আদিল শাহ দিল্লির সিংহাসনে বসেন। মুহম্মদ আদিল শাহের শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তা মুহম্মদ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তাঁর সেনাপতি হিমু মুহম্মদ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। এরপর আদিল শাহ বাংলার শাসনকর্তা রূপে শাহবাজ খাঁকে নিয়োগ করেন। কিন্তু শাহবাজ খাঁ নিহত মুহম্মদ খাঁ'র পুত্র খিজির খাঁ কর্তৃক নিহত হন এবং খিজির খাঁ নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন এবং গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করেন।

এই সময় দিল্লির রাজনৈতিক পট পরিবর্তন চলছিল। সম্রাট হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর পুত্র আকবরের নিকট দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে আদিল শাহের সেনাপতি হিমু পরাজিত ও নিহত হন। আর আদিল শাহ সুরজগড়ের যুদ্ধে গিয়াসউদ্দীনের নিকট পরাজিত ও নিহত হলে শূর বংশের পতন ঘটে। বিজয়ী গিয়াসউদ্দীন মোগল সেনাপতি খানজাহানের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জালালউদ্দিন দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি মোগলদের সাথে সদ্ভাব রক্ষা করে বাংলাকে নিরাপদে রাখেন। দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রকে সরিয়ে এক আফগান দলপতি তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে কররানি আফগান বংশীয় সর্দার তাজ খান তৃতীয় গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করে বাংলায় কররানি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলায় শূর আফগান শাসনের একটি নিবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

শেরশাহ শূর ও তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ শূরের আমলে বাংলা দিল্লির শাসনাধীন ছিল। পরবর্তীকালে বাংলার শাসনকর্তাগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। এই শাসনকর্তাগণের পর বাংলায় কররানি আফগান বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোন যুদ্ধে জয়ের পর শেরশাহ রাজধানী গৌড় থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করেন?

ক) বিলগ্রাম খ) সুরুজগড়
গ) চৌসা ঘ) খানুয়া

২। শেরশাহ কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার প্রথম শাসনকর্তা কে?

ক) সুলেমান খা খ) খিজির খা
গ) কাজী ফজিলত ঘ) মুহাম্মদ খা

৩। ইসলাম শাহ কত খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে বসেন?

ক) ১৫৪২ খ) ১৫৪৩
গ) ১৫৪৪ ঘ) ১৫৪৫

৪। সুর আফগান বংশের তৃতীয় সুলতান কে?

ক) ইসলাম শাহ খ) আদিল শাহ
গ) সিকান্দর শাহ ঘ) ফিরোজ শাহ

৫। শেরশাহের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসনে বসেন–
i. ইসলাম শাহ
ii. ফিরোজ শাহ
iii. মোহাম্মদ আদিল শাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৫ বাংলায় কররানি আফগান শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কররানি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন।
- সুলেমান কররানির রাজত্বের বিবরণ দিতে পারবেন।
- দাউদ কররানি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	সুলেমান কররানি, দাউদ কররানি

কররানি উপাধিধারী আফগানরা হচ্ছে একটি আফগান গোত্র। এ বংশের সর্দার তাজ খান কররানি বাংলায় কররানি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন (১৫৬৪ খ্রি.)। তিনি এক সময় শেরশাহের অধীনে চাকরি করতেন। আদিল শাহের আমলে তাজ খান বাংলার তাণ্ডায় জায়গীরদার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলার অধিপতি হওয়ার এক বছরের মধ্যে মারা যান (১৫৬৫ খ্রি.)।

সুলেমান কররানি (১৫৬৫ - ১৫৭২ খ্রি.)

তাজ খানের তাঁর ভাই সুলেমান কররানি প্রায় সাত বছর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাংলাকে উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। তাঁর আমলে বাংলায় অপেক্ষাকৃত সুশাসন ও শান্তি বিরাজ করেছে। পাশাপাশি তিনি তাঁর রাজ্যসীমাও বেশ বিস্তৃত করতে পেরেছিলেন। প্রধান উজির লোদী খানের পরামর্শে সুলেমান কররানি কূটনৈতিক বিষয়গুলোতে সফলতার মুখ দেখেন। নেহায়েত প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্ত তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে তেমন বিপজ্জনক কোনো অভিযানে লিপ্ত হন নি। এ সময় গৌড় নগরী বাসযোগ্যতা হারালে সুলেমান কররানি তান্ডাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

সুলেমান কররানির সময় উড়িষ্যা শাসন করতেন রাজা হরিচন্দন মুকুন্দদেব। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে তাঁর অধিকারে নিয়ে আসেন। সুলেমানের বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড় পুরি অধিকার করেন। সেনাপতি কালাপাহাড় কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করে তেজপুর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সব মিলিয়ে সুলেমান কররানি বাংলার শাসক হিসেবে এখানে শান্তি নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন। উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া তাঁর সময় রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ন্যায় বিচারক হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক বিজ্ঞ আলেম ও দরবেশ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। রাজ্যে শরিয়তের বিধান কার্যকর করার পাশাপাশি তিনি নিজেও তা নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। সবমিলিয়ে সুলেমান ছিলেন দূরদর্শী শাসক। রাজ্যের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি মোগলদের সাথে মিত্রতা নিশ্চিত করেন। বিপুল সামরিক শক্তির

অধিকারী সুলেমান কররানি একঅর্থে সফল শাসকই ছিলেন। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে সুলেমান কররানির মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর বড় ছেলে বায়জিদ কররানি কিছুকাল রাজত্ব করেন। তিনি আফগান অভিজাতদের দ্বারা নিহত হলে তাঁর ভাই দাউদ খান কররানি বাংলার সিংহাসনে বসেন।

দাউদ কররানি

বায়াজিদ কররানির পর ক্ষমতায় আসেন দাউদ। তবে তার মতো দাউদও ছিলেন সুলতান পদের অযোগ্য। তাঁর নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নানা দিক থেকে। বিশেষ করে তিনি তাঁর মন্ত্রী লোদী খানের জামাতাকে নিহত করে লোদী খানের আস্থা নষ্ট করেছিলেন। পাশাপাশি ক্ষমতার লোভে উন্মত্ত হয়ে তার ভাই বায়াজিদের ন্যায় তিনিও নিজ নামে খুৎবা পাঠ শুরু করান। অন্যদিকে মুদ্রা জারি করে বসলে সম্রাট আকবরের সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। আফগান সেনাপতি গুজর খান দাউদের ভাই বায়াজিদের পুত্রকে বিহারে স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণা করলে তাঁকে দমনের জন্য দাউদ খান তার মন্ত্রী লোদী খানকে বিহারে পাঠান। সম্রাট আকবরও তাঁর বিখ্যাত সভাসদ মুনিম খানকে বিহার অধিকারের জন্য পাঠান। কিন্তু লোদী খান ও গুজর খান মুনিমের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

এদিকে দাউদ খান লোদী খানের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান এবং লোদী খানকে হত্যা করে পাটনার দুর্গ অধিকার করেন। মুনিম খান এ পরিস্থিতিতে পাটনা অধিকারে ব্যর্থ হন। তবে আকবর নিজে পাটনা অবরোধে মুনিম খানের সাথে যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত পাটনা অধিকার করে মোগল বাহিনী। ফলে দাউদ কররানি বাংলায় পালিয়ে যান। মোগল বাহিনী দাউদের পিছু নিলে তিনি উড়িষ্যায় চলে যান। এর পরপর বাংলা অধিকার করে মোগলরা। তখন সম্রাট আকবরের নির্দেশে রাজা টোডরমল মুনিম খানের সঙ্গে যোগ দিলে মোগল বাহিনীর শক্তি বেড়ে যায়। তারা উড়িষ্যায় দাউদকে আক্রমণের জন্য এগিয়ে যায়। বালেশ্বরের তুকরাইয়ের যুদ্ধে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে দাউদ খান চরমভাবে পর্যুদস্ত হন। প্রথম দিকে তিনি মোগলদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও সেনাদল দিল্লি ফিরে গেলে নতুন ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

আকবর বাংলার বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে খান-ই-জাহানকে সুবেদার নিযুক্ত করেন। তাঁকে বাংলার হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠানো হয়। খান-ই-জাহান ও টোডরমল তেলিয়াগর্হি অধিকার করেন। তারপর মোগল বাহিনী রাজমহলের দিকে এগিয়ে যান। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলে মোগল বাহিনীর সাথে তুমুল যুদ্ধে হয় দাউদ কররানির। এ যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও বন্দি হন। পূর্ববর্তীকালে সন্ধি ভঙ্গের অপরাধে দাউদ খান কে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এভাবে কররানি শাসনের অবসান ঘটার পাশাপাশি বাংলার একাংশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তখনো পূর্ব বাংলায় ঈসা খাঁর নেতৃত্বে বার ভূইয়াদের শাসন চলছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুলেমান ও দাউদ কররানির শাসককালের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

শেরখানের মৃত্যুর পর তাজখান কররানি বাংলায় কররানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সুলেমান কররানি বাংলার শাসনকর্তা হন। তার আমলে বাংলা উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিকে পরিণত হয়। বাংলায় তখন শান্তি বিরাজমান ছিল। সুলেমান কররানি উড়িষ্যা ও কুচবিহারে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শাসকগণ বাংলার সিংহাসনের জন্য যোগ্য ছিলেন না। কররানি বংশের শেষ শাসনকর্তা দাউদ খান কররানি মোগলদের হাতে বন্দি ও নিহত হলে বাংলায় কররানি বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলায় কররানি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক) সুলেমান কররানি খ) তাজ খান কররানি

গ) দাউদ কররানি ঘ) বায়াজিদ কররানি

২। কত খ্রিস্টাব্দে বাংলায় কররানি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) ১৫৬২ খ) ১৫৬৩
গ) ১৫৬৪ ঘ) ১৫৬৫

৩। সুলেমান কররানির প্রধান উজির ছিলেন–
ক) লোদী খান খ) বায়াজিদ কররানি
গ) দাউদ কররানি ঘ) হরিচন্দন

৪। দাউদ কররানির আমলে দিল্লির সম্রাট ছিলেন কে?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন
গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৫। রাজ মহলের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
ক) ১৫৭৫ খ) ১৫৭৬
গ) ১৫৭৭ ঘ) ১৫৭৮

৬। দাউদ খান ক্ষমতার লোভে উন্মত্ত হয়ে–
i. নিজ নামে খুৎবা পড়ান
ii. নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন
iii. সম্রাট আকবরের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। খ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। খ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ ঃ ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। খ ৬। ঘ